ঊনবিংশতি অধ্যায়

শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

শ্লোক ১

সূত উবাচ

মহীপতিস্ত্বথ তৎ কর্ম গর্হ্যং
বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্মনাঃ ।
অহো ময়া নীচমনার্যবৎকৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; মহী-পতিঃ—রাজা; তু—কিন্তু; অথ—তারপর (গৃহে ফিরে আসার সময়); তৎ—তা; কর্ম—কার্য; গর্হ্যম্—নিন্দনীয়; বিচিন্তয়ন্—এইভাবে চিন্তা করে; আত্ম-কৃতম্—স্বকৃত; সু-দুর্মনাঃ—অত্যন্ত ব্যথাতুর চিত্তে; অহো—হায়; ময়া—আমার দ্বারা; নীচম্—জঘন্য; অনার্য—অসভ্য; বৎ—সদৃশ; কৃতম্—করা হয়েছে; নিরাগসি—নির্দোষ; ব্রহ্মণি—ব্রাহ্মণকে; গূঢ়—গম্ভীর, তেজসি—তেজস্বী।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় ভাবতে লাগলেন যে, তিনি একজন নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত জঘন্য এবং অশিষ্ট আচরণ করেছেন। তার ফলে তিনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পুণ্যবান রাজা নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর আকস্মিক অভদ্র আচরণের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো উত্তম ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার অনুশোচনা স্বাভাবিক। এই প্রকার অনুশোচনা ভগবদ্ভক্তকে সব রকম

আকস্মিক পাপ থেকে উদ্ধার করে। ভক্তরা স্বভাবতই নিষ্পাপ। যদি আকস্মিকভাবে কোন পাপ হয়ে যায়, তা হলে ভক্ত তার জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুতাপ করেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁদের অনিচ্ছাকৃত সমস্ত পাপ অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে য

শ্লোক ২

ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্
দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ ।
তদস্তু কামং হ্যঘনিষ্কৃতায় মে
যথা ন কুর্যাং পুনরেবমদ্ধা ॥ ২ ॥

ধ্রুবম্—নিশ্চিত; **ততঃ**—অতএব; **মে**—আমার; **কৃত-দেব-হেলনাৎ**—ভগবানের নির্দেশ অবমাননা করার ফলে; **দুরত্যয়ম্**—অত্যন্ত কঠিন; **ব্যসনম্**—বিপত্তি; **ন**—না; **অতি**—অত্যন্ত; **দীর্ঘাৎ**—দীর্ঘ; **তৎ**—তা; **অস্তু**—হোক; **কামম্**—নিরঙ্কুশ কামনা; **হি**—নিশ্চয়ই; **অঘ**—পাপ; **নিষ্কৃতায়**—নিষ্কৃতির জন্য; **মে**—আমরা; **যথা**—যার ফলে; **ন**—কখনোই না; **কুর্যাম্**—করব; **পুনঃ**—পুনরায়; **এবম্**—এই প্রকার ; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে।

অনুবাদ

(মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাবলেন—) ভগবানের আদেশ অবমাননা করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমার অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদ সমুপস্থিত হবে, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই বিপদ শীঘ্রই উপস্থিত হোক, তা হলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং পুনরায় আমি সেই প্রকার গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হব না।

তাৎপর্য

ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের কল্যাণ সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী (*গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ*)। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই কথা ভালভাবেই জানতেন, এবং তাই তিনি বিচার করেছিলেন যে, একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণকে অপমান করার ফলে ভগবানের নিয়মে তাঁকে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে হবে, এবং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে,

অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে কোন ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সঙ্কট যেন তাঁকেই ভোগ করতে হয়; তাঁর পরিবার-পরিজনদের যেন সেজন্য কোন দুঃখ ভোগ না করতে হয়।

মানুষের দুর্ব্যবহার তার পরিবারের সদস্যদেরও প্রভাবিত করে। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ চেয়েছিলেন যে, সেই বিপত্তি যেন একা তাঁর উপরেই আসে। স্বয়ং সেই কষ্ট ভোগ করার ফলে তিনি ভবিষ্যতে পাপ কর্ম থেকে বিরত হবেন, এবং যে পাপ তিনি করেছেন তারও প্রতিকার হয়ে যাবে, যার ফলে তাঁর বংশধরদের সেজন্য কোন কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

কোন দায়িত্বশীল ভক্ত এইভাবেই চিন্তা করেন। ভক্তের পরিবারের সদস্যরাও ভগবানের প্রতি তাঁর সেবার ফল লাভ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ভগবদ্ভক্তির দ্বারা তাঁর অসুর পিতাকে রক্ষা করেছিলেন। পরিবারে ভক্তসন্তান হলে সেটি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ বর অথবা আশীর্বাদ।

শ্লোক ৩

অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং
প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে ।
দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ
পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেব গোভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অদ্যৈব—আজই; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বলমৃদ্ধ**—বল এবং ধন-সম্পদ; **কোষম্**—রাজকোষ; **প্রকোপিত**—প্রজ্বলিত; **ব্রহ্ম-কুল**—ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারা; **অনলঃ**—অগ্নি; **মে**—আমাকে; **দহতু**—দহন করুক; **অভদ্রস্য**—অসভ্য; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—না; **মে**—আমাকে; **অভূৎ**—হোক্; **পাপীয়সী**—পাপপূর্ণ; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোভ্যঃ**—গাভীগণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষায় অবহেলা করার ফলে আমি অত্যন্ত অসভ্য এবং পাপী। তাই আমি চাই যে, আমার রাজ্য, পরাক্রম এবং ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে এক্ষণি ভস্ম হয়ে যাক্, যাতে আমি ভবিষ্যতে এই প্রকার অমঙ্গলজনক মনোভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত না হতে পারি।

তাৎপর্য

প্রগতিশীল মানব-সভ্যতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি এবং শিল্প-উদ্যোগ আদি রাষ্ট্রের সব রকম অর্থনৈতিক উন্নতি যেন অবশ্যই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তা না হলে তথাকথিত সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গো-রক্ষার অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করা, যার ফলে ভগবৎ চেতনার উন্মেষ হয় এবং মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সাধিত হয়। কলিযুগের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের উচ্চ আদর্শগুলি বিনষ্ট করা, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও প্রবলভাবে কলিকে এই পৃথিবীর উপর তার প্রভাব বিস্তার করা থেকে নিরস্ত করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কলির প্রভাব প্রকট হয়েছিল, যার ফলে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহানুভব রাজাও সামান্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় উত্তেজিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবমাননা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই আকস্মিক ঘটনার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় যুক্ত না হওয়ার ফলে তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য এবং পরাক্রম যেন ব্রহ্মতেজে দগ্ধ হয়ে যায়।

ঐশ্বর্য এবং শক্তি যদি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষার জন্য ব্যবহৃত না হয়, তা হলে গৃহ এবং রাজ্য অবশ্যই বিধির বিধানে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি চাই, তা হলে আমাদের এই শ্লোকটি থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে।

প্রতিটি রাষ্ট্র এবং গৃহকে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার, আত্মোপলব্ধির জন্য ভগবৎ চেতনার প্রচার এবং এক যথার্থ সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও উত্তম আহার্য লাভের উদ্দেশ্যে গো-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

শ্লোক ৪

স চিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদ্ যথা
মুনেঃ সুতোক্তো নির্ঋতিস্তক্ষকাখ্যঃ ।
স সাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষকা-
নলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি, রাজা; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করেছিলেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **অথ**—এখন; **অশৃণোৎ**—শ্রবণ করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **মুনে**—ঋষির; **সুত**—পুত্র; **উক্তঃ**—উচ্চারিত; **নির্ঋতিঃ**—মৃত্যু; **তক্ষকাখ্যঃ**—তক্ষক সর্পের বিষয়ে; **সঃ**—তিনি (রাজা); **সাধু**—শুভ এবং ভাল; **মেনে**—স্বীকার করেছিলেন; **ন**—না; **চিরেণ**—দীর্ঘকাল পর্যন্ত; **তক্ষক**—তক্ষক সর্প; **অনলম্**—অগ্নি; **প্রসক্তস্য**—অত্যন্ত আসক্ত; **বিরক্তি**—নির্লিপ্ততা; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

রাজা যখন এইভাবে অনুশোচনা করছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, ঋষিপুত্রের অভিশাপের ফলে তক্ষকের দংশনে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হবে। রাজা সেই সংবাদটি শুভ সমাচার বলে মনে করেছিলেন, কারণ তার ফলে জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে।

তাৎপর্য

প্রকৃত সুখ লাভ হয় পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে অথবা জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ফলেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন বন্ধ করা যায়। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব সিদ্ধিলাভের পন্থা অবলম্বন করতে চায় না। এই সিদ্ধির পথ মানুষকে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে, এবং এইভাবে কোন ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। তাই, এই জড় জগতে যারা দারিদ্র্যগ্রস্ত, তারা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের থেকে অধিক ভাগ্যবান।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের একজন মহান্ ভক্ত এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট রূপে তাঁর জড়জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল চিজ্জগতে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের প্রতিবন্ধক। ভগবদ্ভক্ত রূপে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে ব্রাহ্মণবালক যদিও অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাঁর প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ, কেননা তার ফলে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় প্রকার জড়জাগতিক বন্ধনের প্রতি অনাসক্ত হতে পেরেছিলেন।

সেই ঘটনার ব্যাপারে অনুশোচনা করার পর শমীক ঋষিও তাঁর কর্তব্য স্বরূপ সেই সংবাদ রাজাকে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার

জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। শমীক ঋষি রাজার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁর মূর্খ পুত্র শৃঙ্গী তেজস্বী ব্রাহ্মণবালক হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত তার আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যবহার করে অবৈধভাবে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে। রাজার পক্ষে মুনির গলায় মৃত সর্পের মালা পরানোর অপরাধ মৃত্যুশাপের পর্যাপ্ত কারণ ছিল না। কিন্তু যেহেতু শাপ প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই রাজাকে জানানো হয়েছিল যে, তিনি যেন সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন।

শমীক মুনি এবং রাজা উভয়েই ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা। শমীক ঋষি ছিলেন একজন যোগী, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভক্ত। তাই পারমার্থিক দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁদের উভয়েরই মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও ভয় ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনির কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু শমীক ঋষি এত অনুতাপের সঙ্গে রাজার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর উপস্থিতির দ্বারা মুনিকে আর লজ্জা দিতে চাননি। তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে বরণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে মনস্থ করেছিলেন।

মানব জীবন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য, অথবা জন্ম-মৃত্যুর চক্ররূপ জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এক অপূর্ব সুযোগ। তাই বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রতিটি স্ত্রী এবং পুরুষকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, বর্ণাশ্রম ধর্মের আর একটি নাম সনাতন ধর্ম বা নিত্য ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথা মানুষকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত করে তোলে, এবং তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহস্থরা পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন এবং তারপর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা সাত দিন আগেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, মৃত্যু যদিও অবশ্যম্ভাবী, কখন যে তার মৃত্যু হবে সে কথা সে জানতে পারে না। মূর্খ মানুষেরা তাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা ভুলে যায় এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কর্তব্যে অবহেলা করে। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন রূপ পশু প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের জীবনের অপচয় করে।

এই কলিযুগে মানুষ এই প্রকার দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছে কেননা তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবদ্-চেতনা এবং গো-রক্ষার গুরুদায়িত্ব পরিত্যাগ করার পাপপূর্ণ বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই জন্য রাষ্ট্রই দায়ী। সরকারের অবশ্য কর্তব্য

হচ্ছে এই তিনটি আদর্শের উন্নতির জন্য রাজস্ব ব্যয় করা যাতে জনসাধারণ মৃত্যুকে জয় করার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যে রাষ্ট্র তা করে তা হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণপ্রদ রাষ্ট্র।

তাই ভারত সরকারের কর্তব্য—ভগবদ্ চেতনাবিহীন, মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, জড়বাদী রাষ্ট্রগুলির অনুকরণ না করে, ভারতবর্ষেরই আদর্শ রাজা মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শের অবক্ষয়ের ফলে আজ কেবল ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনেরই অধঃপতন হয়নি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিরও অধঃপতন হয়েছে।

শ্লোক ৫

অথো বিহায়েমমুঞ্চ লোকং
বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৫ ॥

অথো—এইভাবে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **ইমম্**—এই; **অমুম্**—পরবর্তী; **চ**—ও; **লোকম্**—লোক; **বিমর্শিতৌ**—বিচারিত; **হেয়তয়া**—নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে; **পুরস্তাৎ**—পূর্বে; **কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **সেবাম্**—অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা; **অধিমন্যমানঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধির বিষয়ে চিন্তাশীল; **উপাবিশৎ**—দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট; **প্রায়ম্**—উপবাস করার জন্য; **অমর্ত্য-নদ্যাম্**—অপ্রাকৃত নদীর (গঙ্গা অথবা যমুনার) তীরে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা সর্ববিধ পুরুষার্থের সারাতিসার জেনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আত্ম-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করার জন্য সুরধুনী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তের কাছে কোন জড়লোক, এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকও পরমেশ্বর ভগবান আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক

বৃন্দাবনের মতো বাঞ্ছনীয় নয়। এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহলোকের মধ্যে একটি গ্রহ, আর মহত্তত্ত্বের মধ্যে তেমনই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব বা আচার্য ভক্তদের বলেন যে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের কোনও একটি লোকও ভক্তদের বসবাসের উপযোগী নয়। ভক্তরা সর্বদাই তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান যাতে তাঁরা ভগবানের দাসরূপে, সখারূপে, পিতামাতা রূপে অথবা প্রেয়সীরূপে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করতে পারেন। এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত কারণ-সমুদ্রের পরপারে চিদাকাশ বা পরব্যোমে নিত্য বিরাজমান।

নিজের পুঞ্জীভূত পুণ্য এবং অতি উচ্চ বৈষ্ণব ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই সমস্ত তত্ত্ব পূর্বেই অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি কোনও জড় লোকের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ভৌতিক উপায়ে চন্দ্রগ্রহে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব, কিন্তু এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্ত চন্দ্র অথবা এই জড় জগতের অন্য কোন গ্রহের প্রতি একেবারেই আসক্ত নন। তাই যখন তিনি জানতে পারেন যে, কোন নির্দিষ্ট দিনে তাঁর মৃত্যু হবে, তখন তিনি তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরের (আধুনিক দিল্লী) পাশ দিয়ে প্রবাহিতা অপ্রাকৃত নদী যমুনার তীরে সম্পূর্ণরূপে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়তরভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। গঙ্গা এবং যমুনা উভয় নদী অমর্ত্যা (অপ্রাকৃত), এবং তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য যমুনা অধিক পবিত্র।

শ্লোক ৬

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী ।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ ৬ ॥

যা—যেই নদী; **বৈ**—সর্বদা; **লসৎ**—প্রবাহিত; **শ্রীতুলসী**—তুলসীপত্র; **বিমিশ্র**—মিশ্রিত; **কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **রেণু**—ধূলি; **অভ্যধিক**—শুভ; **অম্বু**—জল; **নেত্রী**—বহনকারী; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **লোকান্**—লোকসমূহকে;

উভয়ত্র—উচ্চ এবং নীচ অথবা অন্তরে এবং বাহিরে; **স-ঈশান্**—মহাদেবসহ; **কঃ**—আর কে; **তাম্**—সেই নদীর; **ন**—না; **সেবেত**—পূজা করে; **মরিষ্যমাণঃ**—যে কোন সময় যার মৃত্যু হতে পারে।

অনুবাদ

যে সুরধুনী শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু বিমিশ্রিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলরাশি বহন করছে ; যিনি মহাদেব পর্যন্ত দেবতাদের অন্তর এবং বাহির উভয় পবিত্র করছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে কোন্ মানুষ সেই পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে?

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন সংবাদ পেলেন যে, সাত দিনের ভিতর তাঁর মৃত্যু হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার জীবন পরিত্যাগ করে পবিত্র যমুনা নদীর তীরে চলে গিয়েছিলেন। সাধারণত বলা হয় যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গার তীরে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে তিনি যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে শ্রীল জীব গোস্বামীর উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে বাস করতেন, যা আধুনিক দিল্লীর নিকট অবস্থিত ছিল, এবং যমুনা নদী সেই নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত। স্বাভাবিকভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ যমুনা নদীর আশ্রয় নিয়েছিলেন কেননা তা ছিল তাঁর প্রাসাদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

আর পবিত্রতার বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকার ফলে যমুনা নদী গঙ্গার থেকে অধিক পবিত্র। এই পৃথিবীতে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের শুরু থেকেই ভগবান যমুনা নদীকে পবিত্র করেছিলেন। তাঁর পিতা বসুদেব যখন তাঁর জন্মের ঠিক পরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য মথুরা থেকে যমুনার অপর পারে গোকুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শিশুকৃষ্ণ যমুনার জলে পড়ে যান, এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে যমুনা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই বিশেষ নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন যা তুলসীদল মিশ্রিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা বহন করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই তুলসীদলে প্রলিপ্ত থাকে, এবং তাই যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম গঙ্গা এবং যমুনার জলের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ সেই নদীগুলি পবিত্র হয়ে যায়।

গঙ্গার থেকে যমুনার সঙ্গে ভগবানের সংস্পর্শ অধিকতর। *'বরাহপুরাণ'* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, গঙ্গা এবং যমুনা জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু গঙ্গার জল যখন শতগুণ পবিত্র হয়, তখন তাঁর নাম হয় যমুনা। তেমনই, শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এক সহস্র বিষ্ণু নাম এক রাম নামের সমতুল্য, এবং তিনটি রাম নাম একটি কৃষ্ণ নামের সমান।

শ্লোক ৭

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ
প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপদ্যাম্ ।
দধৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্য ভাবো
মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবচ্ছিদ্য**—স্থির করে; **সঃ**—সেই রাজা; **পাণ্ডবেয়ঃ**—পাণ্ডবদের সুযোগ্য বংশধর; **প্রায়োপবেশম্**—আমরণ উপবাস করার জন্য; **প্রতি**—প্রতি; **বিষ্ণু-পদ্যাম্**—গঙ্গা নদীর তীরে (যা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে থেকে উদ্ভূতা); **দধৌ**—নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; **মুকুন্দাঙ্ঘ্রিম্**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; **অনন্য**—অবিচলিত; **ভাবঃ**—ভাব; **মুনি-ব্রতঃ**—মুনিদের ব্রত; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত**—সর্ব প্রকার; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের উপযুক্ত বংশধর পরীক্ষিৎ মহারাজ তখন স্থির করেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে উপবেশন করে আমরণ অনশন করবেন এবং মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করবেন। তাই, সব রকম আসক্তি এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করে তিনি মুনিদের মতো শান্তভাব অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে গঙ্গা দেব-দেবী সমেত ত্রি-ভুবনকে পবিত্র করে। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস, এবং তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় সকলকে সমস্ত পাপ থেকে, এমন কি ব্রাহ্মণের প্রতি কোনও রাজার অপরাধ থেকেও মুক্ত করতে পারে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই স্থির করেছিলেন মুকুন্দ বা মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে। গঙ্গা অথবা যমুনার তীর নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজেকে সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেছিলেন। সেইটিই হচ্ছে মুক্তিলাভের পন্থা। সব রকম জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আরও পাপ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হওয়া। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

জড় জগতের অবস্থা এমনই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ আচরণ হয়ে যায়, এবং তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছেন নিষ্পাপ এবং পুণ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং। কোন দোষ না করতে চাইলেও তিনি এক অপরাধের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য তিনি শাপগ্রস্ত হন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত, তাই জীবনের এই প্রকার প্রতিকূলতাও তাঁর পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধান্ত এই যে, স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারে জীবনে কোন পাপ করা উচিত নয় এবং সর্বক্ষণ অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা কর্তব্য। এই প্রকার মনোভাব অবলম্বন করতে পারলেই ভগবদ্ভক্ত মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভগবানের কৃপা লাভ করবে এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হবেন। ভগবদ্ভক্ত ঘটনাক্রমে কোন অপরাধ করে ফেললেও ভগবান সেই শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করেন। সেই কথা শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৪২)

শ্লোক ৮

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা
মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥ ৮ ॥

তত্র—সেখানে; উপযযুঃ—সমাগত; ভুবনম্—ত্রিভুবন; পুনানাঃ—পবিত্রকারী; মহানুভাবাঃ—মহানুভব; মুনয়ঃ—মুনিগণ; সশিষ্যাঃ—শিষ্যসহ; প্রায়েণ—প্রায়; তীর্থ—তীর্থস্থান; অভিগম—যাত্রা; অপদেশৈঃ—অছিলায়; স্বয়ম্—স্বয়ং; হি—নিশ্চয়; তীর্থানি—তীর্থস্থানসমূহ; পুনন্তি—পবিত্র করেন; সন্তঃ—মুনিগণ।

অনুবাদ

সেই সময় ভুবনপাবন মহানুভব মুনিরা তাঁদের শিষ্যসহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুরা স্বয়ংই তীর্থ স্বরূপ, তাঁরা তীর্থগমনছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গার তীরে উপবেশন করেছিলেন, তখন সেই সংবাদ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সেই ঘটনার মাহাত্ম্য উপলব্ধিকারী মহানুভব মুনিরা তীর্থভ্রমণছলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে এসেছিলেন, তীর্থস্নান করার জন্য নয়; কেননা তাঁরা সকলে তীর্থস্থানকেও পবিত্র করার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন।

সাধারণ মানুষ তীর্থ করতে যায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তাই তীর্থস্থানগুলি মানুষের পাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধুরা যখন সেই সমস্ত ভারাক্রান্ত তীর্থস্থানগুলিতে যান, তখন তাঁদের উপস্থিতির ফলে তীর্থস্থানগুলি পবিত্র হয়ে যায়। তাই যে সমস্ত ঋষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষদের মতো নিজেদের পবিত্র করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না; পক্ষান্তরে, স্নান করার অছিলায় তাঁরা সেখানে পরীক্ষিৎ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলেন, কারণ তাঁরা পূর্বেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, সেখানে শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করবেন। তাঁরা সকলেই সেই মহান সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-
নরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ ॥ ৯ ॥

মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো
ভারদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ ।
মৈত্রেয় ঔর্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ ॥ ১০ ॥

অত্রি থেকে নারদ—এই সবগুলি নাম ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে সমাগত বিভিন্ন মুনি ঋষির নাম।

অনুবাদ

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, ভগবান নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

চ্যবন ঃ ভৃগুমুনির পুত্র এবং একজন মহান্ ঋষি। যখন তাঁর গর্ভবতী মাতা অপহৃতা হন, তখন যথাসময়ের পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। চ্যবন হচ্ছেন তাঁর পিতার ছয় পুত্রের অন্যতম।

ভৃগু ঃ ব্রহ্মা যখন বরুণের হয়ে এক মহান্ যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন, তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন এক মহান্ ঋষি এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন পুলোমা। তিনিও দুর্বাসা এবং নারদের মতো অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারতেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে গমনাগমন করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে তিনি সেই যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াস করেছিলেন। কোন এক সময় তিনি ভরদ্বাজ মুনিকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি *'বৃহৎ ভৃগু সংহিতা'* নামক এক মহান্ জ্যোতির্গণনা শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন কিভাবে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে উদরস্থ বায়ু অন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক মহান্ দার্শনিক রূপে, ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি জীবের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করেছেন *(মহাভারত)*। তিনি ছিলেন এক মহান্ নৃতত্ত্ববিদ্ এবং বহু পূর্বেই তিনি 'জীবনের ক্রমবিবর্তনবাদ' (theory of evolution) বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদক। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা বীতহব্যকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করেছিলেন।

বশিষ্ঠ—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/৬ দ্রষ্টব্য।

পরাশর ঃ বশিষ্ঠ মুনির পৌত্র এবং ব্যাসদেবের পিতা। তিনি মহর্ষি শক্তির পুত্র এবং তাঁর মায়ের নাম অদৃশ্যতী। তাঁর মায়ের বয়স যখন মাত্র বার বছর, তখন তাঁর জন্ম হয়, এবং মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তিনি বেদের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা কল্মাষপাদ নামক এক রাক্ষসের দ্বারা নিহত হন, এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি সারা পৃথিবী ধ্বংস করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁর পিতামহ বশিষ্ঠ তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনি তখন রাক্ষস নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু মহর্ষি পুলস্ত্য তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনি সত্যবতীর রূপে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ব্যাসদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সত্যবতী মহারাজ শান্তনুর পত্নী হন। পরাশরের আশীর্বাদে সত্যবতী যোজনগন্ধায় পরিণত হন, অর্থাৎ এক যোজন দূর থেকেও তাঁর অঙ্গের সৌরভ পাওয়া যেত। ভীষ্মের প্রয়াণের সময়েও পরাশর মুনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজ জনকের গুরু এবং শিবের একজন মহান্ ভক্ত। তিনি বহু বৈদিক শাস্ত্র এবং সমাজতাত্ত্বিক নির্দেশাবলী প্রণয়ন করেন।

গাধিসুত বা বিশ্বামিত্র ঃ কঠোর তপশ্চর্যাপরায়ণ যোগশক্তিসম্পন্ন একজন মহর্ষি। তিনি ছিলেন কান্যকুব্জের (উত্তরপ্রদেশের একটি অংশ) পরাক্রমশালী রাজা গাধির পুত্র, তাই তিনি গাধিসুত নামে প্রসিদ্ধ। যদিও জন্ম অনুসারে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করার ফলে তিনি সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি যখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তখন বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে তাঁর কলহ হয় এবং তখন তিনি মগঙ্গ মুনির সহায়তায় এক মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে বশিষ্ঠের পুত্রদের নিধন করেন। তিনি একজন মহা যোগীতে পরিণত হন, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ হওয়ার ফলে তাঁর থেকে বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী শকুন্তলার জন্ম হয়। তিনি যখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তখন এক সময় তিনি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন করেন, এবং রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে নন্দিনী নামক একটি গাভী প্রার্থনা করেন, কিন্তু মুনি তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন। বিশ্বামিত্র সেই গাভীটিকে বলপূর্বক অপহরণ করে, এবং তার ফলে মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর কলহ হয়। বশিষ্ঠের আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে বিশ্বামিত্র পরাজিত হন, এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণ হবেন বলে স্থির করেন। তিনি কৌশিক নদীর তীরে ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

অঙ্গিরা ঃ ব্রহ্মার ছয় জন মানসপুত্রের অন্যতম এবং স্বর্গের দেবতাদের মহাবিদ্বান পুরোহিত বৃহস্পতির পিতা। অঙ্গারে অর্পিত ব্রহ্মার বীর্য থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। উতথ্য এবং সংবর্ত তাঁর পুত্র। কথিত আছে যে, তিনি এখনও গঙ্গার তীরে অলকানন্দা নামক স্থানে তপস্যা করছেন এবং ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করছেন।

পরশুরাম—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/৬ দ্রষ্টব্য।

উতথ্য ঃ মহর্ষি অঙ্গিরার তিন পুত্রের অন্যতম। তিনি ছিলেন মহারাজ মান্ধাতার গুরু। তিনি সোমের (চন্দ্রের) কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। বরুণ তাঁর পত্নী ভদ্রাকে অপহরণ করে, এবং জলের দেবতার এই অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত জল পান করে ফেলেন।

মেধাতিথি ঃ প্রাচীনকালের এক প্রবীণ ঋষি। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের সভার তিনি একজন সদস্য। তাঁর পুত্র ছিলেন কণ্ব মুনি, যিনি তাঁর তপোবনে শকুন্তলাকে পালন করেছিলেন। কঠোরভাবে বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করার ফলে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন।

দেবল ঃ নারদ মুনি ও ব্যাসদেবের মতো এক মহান্ তত্ত্ববিদ্। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন, তখন তিনি প্রামাণিক তত্ত্ববিদদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পাণ্ডবদের কুলপুরোহিত ধৌম্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি তাঁর কন্যাকে ক্ষত্রিয়ের মতো স্বয়ংবর সভায় পতি মনোনয়ন করার অনুমতি দেন, এবং সেই সভায় ঋষিদের অবিবাহিত পুত্রেরা নিমন্ত্রিত হন। কারো কারো মতে তিনি অসিত দেবল নন।

ভারদ্বাজ—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/৬ দ্রষ্টব্য।

গৌতম ঃ সপ্ত মহর্ষির অন্যতম। শরদ্বান গৌতম ছিলেন তাঁর পুত্র। গৌতম গোত্রীয়েরা তাঁর বংশধর অথবা তাঁর পরম্পরাভুক্ত। গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁর বংশধর এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাঁর পরম্পরাভুক্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অহল্যার পতি। অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ধর্ষিতা হওয়ার ফলে পাথরে পরিণত হন। শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে উদ্ধার করেন। গৌতম ছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একজন নায়ক কৃপাচার্যের পিতামহ।

মৈত্রেয় ঃ পুরাকালের এক মহর্ষি। তিনি ছিলেন বিদুরের গুরু এবং এক মহান্ ধর্মাচার্য। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন। দুর্যোধন তাতে অসম্মত হয় এবং তার ফলে তিনি তাঁকে অভিশাপ দেন। ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয় এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

শ্লোক ১১

অন্যে চ দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিবর্যা
রাজর্ষিবর্যা অরুণাদয়শ্চ ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতা-
নভ্যর্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥ ১১ ॥

অন্যে—অন্য অনেকে; **চ**—ও; **দেবর্ষি**—ঋষিসদৃশ দেবতা; **ব্রহ্মর্ষি**—ঋষিসদৃশ ব্রাহ্মণ; **বর্যাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **রাজর্ষি-বর্যাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ; **অরুণাদয়ঃ**—এক বিশেষ শ্রেণীর রাজর্ষি; **চ**—এবং; **নানা**—অন্য অনেকে; **আর্ষেয়-প্রবরান্**—ঋষিকুলের শ্রেষ্ঠ; **সমেতান্**—সমবেত হয়েছিলেন; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **রাজা**—সম্রাট; **শিরসা**—মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে; **ববন্দে**—প্রণাম করেছিলেন।

অনুবাদ

এ ছাড়া অন্য অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি, এবং রাজর্ষি এবং অরুণ আদি ঋষিগণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দর্শন করে রাজা তাঁদের যথাবিধি পূজা করলেন এবং মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

গুরুজনদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অবনতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করার প্রথা অত্যন্ত সুন্দর শিষ্টাচার, যার ফলে সম্মানিত অতিথি হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রসন্ন হন। মহা অপরাধীও যদি এই প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করে, তা হলে তাকে ক্ষমা করা হয়; আর মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি সমস্ত রাজা এবং ঋষিদের দ্বারা সম্মানিত ছিলেন, তাঁর যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, সেজন্য সমস্ত মহাজনদের স্বাগত জানিয়ে বিনীত ভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন। সাধারণত জীবনের অন্তিম সময়ে সমস্ত বিচক্ষণ মানুষই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আগে সকলের শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১২

সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ
কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা
উপস্থিতোঽগ্রেঽভিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১২ ॥

সুখে—সুখে; **উপবিষ্টেষু**—উপবিষ্ট; **অথ**—তারপর; **তেষু**—তাঁদের (অতিথিদের); **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কৃত-প্রণামঃ**—প্রণাম করে; **স্ব**—তাঁর নিজের; **চিকীর্ষিতম্**—অনশনের অভিপ্রায়; **যৎ**—যিনি; **বিজ্ঞাপয়াম্ আস**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিবিক্তচেতাঃ**—যাঁর চিত্ত সমস্ত জড় বিষয় থেকে মুক্ত হয়েছে; **উপস্থিতঃ**—উপস্থিত হওয়ার ফলে; **অগ্রে**—তাঁদের সম্মুখে; **অভিগৃহীত-পাণিঃ**—বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে।

অনুবাদ

তারপর, তাঁরা সকলেই যখন সুখে উপবেশন করলেন, তখন রাজা তাঁদের পুনরায় প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর প্রায়োবেশনের অভিলাষের কথা জানালেন।

তাৎপর্য

যদিও রাজা ইতিমধ্যেই গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করতে মনস্থ করেছিলেন, তথাপি তিনি বিনীতভাবে তাঁর সেই অভিলাষের কথা সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাত্মাদের জানালেন। যে কোন সিদ্ধান্ত, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, মহাজনদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া উচিত। তার ফলে সর্ব সিদ্ধিলাভ হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার যে সমস্ত সম্রাট পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতেন, তাঁরা কেউই দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সাধু মহাত্মাদের প্রামাণিক সিদ্ধান্ত নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করতেন। একজন আদর্শ রাজারূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহাজনদের অনুমতি গ্রহণের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

রাজোবাচ

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং
মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ ।
রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচাদ্
দূরাদ্ বিসৃষ্টং বত গর্হ্যকর্ম ॥ ১৩ ॥

রাজা উবাচ—সেই ভাগ্যবান রাজা বললেন; **অহো**—আহা; **বয়ম্**—আমরা; **ধন্যতমা**—অত্যন্ত ধন্য; **নৃপাণাম্**—সমস্ত রাজাদের; **মহত্তম্**—মহাত্মাদের; **অনুগ্রহণীয়-শীলাঃ**—অনুগ্রহ লাভের শিক্ষাপ্রাপ্ত; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **কুলম্**—কুল; **ব্রাহ্মণ পাদশৌচাদ্**—ব্রাহ্মণদের পাদ প্রক্ষালনের অবশিষ্ট জল; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **বিসৃষ্টম্**—সর্বদা পরিত্যাগ করেন; **বত**—সেই কারণে; **গর্হ্য**—নিন্দনীয়; **কর্ম**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

সেই ভাগ্যবান রাজা বললেন—আমরা যথার্থই মহাত্মাদের কৃপা লাভের শিক্ষায় শিক্ষিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল রাজাদের মধ্যে মহা সৌভাগ্যবান। সাধারণত আপনারা (মহর্ষিরা) মনে করেন যে, রাজকুল আবর্জনার মতো দূরে বর্জনীয়।

তাৎপর্য

ধর্মের নিয়ম অনুসারে মল, মূত্র, ধৌতজল ইত্যাদি দূরে ফেলে দেওয়া উচিত। ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার, মলাশয় ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার সুবিধাজনক অবদান হতে পারে, কিন্তু সেগুলি গৃহ থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। সেই দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে—যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী, তাঁরা রাজকুলকে সেইভাবে পরিত্যাগ করবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী, তাঁদের পক্ষে বিষয়ী অথবা রাজাদের সঙ্গ করা আত্মহত্যা করার থেকেও খারাপ। অর্থাৎ যারা ভগবানের সৃষ্টির বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট, পরমার্থবাদীদের তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত পরমার্থবাদী জানেন যে, এই সুন্দর জড় জগৎ হচ্ছে ভগবদ্ধামের প্রতিবিম্ব মাত্র। তাই তাঁরা রাজৈশ্বর্য ইত্যাদির দ্বারা মোহিত হন না। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের অবস্থা ছিল অন্যরকম।

আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণবালক কর্তৃক মৃত্যুশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁকে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। মহান্ ঋষি এবং যোগী আদি অন্য সমস্ত মহাত্মারা প্রায়োপবেশনরত ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনকারী মহারাজ পরীক্ষিতকে দর্শন করার জন্য উৎসুক হয়ে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেখানে সমবেত সমস্ত মুনিঋষিরা তাঁর পিতামহ পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তাই তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে সমস্ত মহর্ষিদের সঙ্গ লাভ করে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মাহাত্ম্যের ফলে তিনি সেই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেই প্রকার মহান্ ভক্তদের বংশধর হওয়ার ফলে তিনি এই গর্ব অনুভব করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের এই গর্ব জাগতিক সমৃদ্ধিজাত দর্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটি বাস্তব কিন্তু অন্যটি মিথ্যা এবং ব্যর্থ।

শ্লোক ১৪

তসৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো
ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্ ।
নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো
যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ॥ ১৪ ॥

তস্য—তাঁর; **এব**—নিশ্চয়ই; **মে**—আমার; **অঘস্য**—পাপের; **পরা**—পারমার্থিক; **অবর**—জাগতিক; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা, ভগবান; **ব্যাসক্ত**—বিশেষভাবে আসক্ত; **চিত্তস্য**—মনের; **গৃহেষু**—পারিবারিক বিষয়; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **নির্বেদ-মূলঃ**—বৈরাগ্যের কারণ; **দ্বিজশাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **রূপঃ**—রূপ; **যত্র**—যেখানে; **প্রসক্ত**—প্রভাবিত; **ভয়ম্**—ভয়; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ধত্তে**—সংঘটিত হয়।

অনুবাদ

চিন্ময় ও জড় জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণের শাপরূপে আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আমি নিরন্তর গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করার জন্য এমনভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যে, ভয়ের বশে আমি এই জগতের প্রতি বিরক্ত হব।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও পরম ভক্ত পাণ্ডবদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রতি আসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি দেখেছিলেন যে, সংসার জীবনের আকর্ষণ এত প্রবল যে, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য ভগবানকে বিশেষ পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। কোন বিশেষ ভক্তের জন্যই কেবল ভগবান প্রত্যক্ষভাবে এই প্রকার ব্যবস্থা করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের উপস্থিত হতে দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তের সঙ্গে বিরাজ করেন, তাই মহান্ ভগবদ্ভক্তদের উপস্থিতি ভগবানেরই উপস্থিতিসূচক ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই মহর্ষিদের আগমনকে পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের প্রকাশ বলে মনে করে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং মোপয়াতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—সেইজন্য; **মা**—আমি; **উপয়াতম্**—শরণাগত; **প্রতিযন্তু**—আমাকে গ্রহণ করুন; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **গঙ্গা**—গঙ্গা; **চ**—ও; **দেবী**—ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি; **ধৃত**—ধারণ করে; **চিত্তম্**—হৃদয়; **ঈশে**—ভগবানকে; **দ্বিজ-উপসৃষ্টঃ**—ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট; **কুহক**—মায়িক; **তক্ষকঃ**—তক্ষক সর্প; **বা**—অথবা; **দশতু**—দংশন করুক; **অলম্**—অচিরেই; **গায়ত**—দয়া করে কীর্তন করুন; **বিষ্ণুগাথাঃ**—শ্রীবিষ্ণুর কার্যকলাপের বর্ণনা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত বলে গ্রহণ করুন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি মা গঙ্গাও আমাকে সেইভাবে স্বীকার করুন, কেননা আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। এখন ব্রাহ্মণ-তনয় প্রেরিত তক্ষকই হোক বা কুহকই হোক আমাকে দংশন করুক। আমার একমাত্র বাসনা যে, আপনারা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লীলাসমূহ কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন আর তাঁর মৃত্যুভয় থাকে না। গঙ্গার তীরে তখন ভগবদ্ভক্তদের উপস্থিতি এবং মহারাজ পরীক্ষিতের ভগবানের চরণকমলে পূর্ণ শরণাগতির ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে নিশ্চিতভাবে সূচিত হয়েছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানে কাছে ফিরে যাচ্ছেন। এইভাবে তিনি মৃত্যুভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু ।
মহৎসু যাং যামুপযামিসৃষ্টিং
মৈত্রস্তু সর্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—এবং; **ভূয়াৎ**—হোক; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **অনন্তে**—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **প্রসঙ্গ**—প্রসঙ্গ; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **আশ্রয়েষু**—তাঁর ভক্তদের সঙ্গে; **মহৎসু**—জড় সৃষ্টিতে; **যাম্ যাম্**—যেখানে যেখানে; **উপযামি**—প্রাপ্ত হই; **সৃষ্টিম্**—জন্ম; **মৈত্রী**—মিত্রতা; **অস্তু**—হোক; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **নমঃ**—প্রণতি ; **দ্বিজেভ্য**—ব্রাহ্মণদের।

অনুবাদ

আমি সমস্ত ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে পুনরায় প্রার্থনা করছি যে, যদি আমাকে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে যেন অনন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার পূর্ণ আসক্তি থাকে, আমি যেন সর্বদা তাঁর ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি এবং সমস্ত জীবের প্রতি যেন আমার মৈত্রীভাব থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তই যে একমাত্র পূর্ণ জীব, সেকথা পরীক্ষিৎ মহারাজ এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। ভক্তের প্রতি অনেকে শত্রুভাবাপন্ন হলেও ভক্ত কারও শত্রু নন। ভক্ত যদিও কারও শত্রু নন, তথাপি তিনি অভক্তদের সঙ্গ করতে চান না। তিনি কেবল ভক্তদেরই সঙ্গের অভিলাষী। তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কেননা সমভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যেই কেবল মৈত্রী সম্ভব। আর ভক্তের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সমস্ত জীবের পিতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়া। পিতার

সুসন্তান যেমন তাঁর অন্য সমস্ত ভ্রাতাদের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করেন, তেমনই ভগবদ্ভক্ত পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুসন্তান হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবকে পরম পিতার সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে দর্শন করেন। তিনি তাঁর পিতার উদ্ধত পুত্রদের প্রকৃতিস্থ করে ভগবানকে তাঁদের পরম পিতারূপে জানবার চেষ্টা করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চিতভাবে ভগবানের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের কাছে ফিরে নাও যেতেন, তিনি এমন জীবন প্রার্থনা করেছিলেন যা হচ্ছে এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থিতি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা হচ্ছে—

'কীট জন্ম হউক যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আশ ॥'

শ্লোক ১৭

ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **স্ম**—অতীতে; **রাজা**—রাজা; **অধ্যবসায়**—অধ্যবসায়; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **প্রাচীন**—পূর্ব; **মূলেষু**—মূলসহ; **কুশেষু**—কুশাসন; **ধীরঃ**—আত্ম-সংযত; **উদক্-মুখঃ**—উত্তরমুখী; **দক্ষিণ**—দক্ষিণদিকে; **কূলে**—তীরে; **আস্তে**—স্থিত হয়ে; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর (গঙ্গা); **স্ব**—নিজের; **সুত**—পুত্র; **ন্যস্ত**—ত্যাগ করে; **ভারঃ**—প্রশাসনের দায়িত্ব।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংযত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পূর্বমূল কুশাসনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

গঙ্গাকে সমুদ্রপত্নী বলা হয়। মূলসহ কুশ নির্মিত আসনকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং সেই মূলগুলি যখন উত্তরমুখী হয়, তখন তা পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। উত্তরদিকে মুখ করে বসা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত অনুকূল। গৃহত্যাগের পূর্বে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করেছিলেন। এইরূপে তিনি সর্বতোভাবে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

এবং চ তস্মিন্নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসঙ্ঘাঃ ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈ-
র্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্—এইভাবে; চ—এবং; তস্মিন্—তাতে; নর-দেব-দেবে—রাজার উপর; প্রায়োপবিষ্টে—আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণকারী; দিবি—আকাশে; দেব—দেবতারা; সঙ্ঘাঃ—তাঁরা সকলে; প্রশস্য—প্রশংসা করে; ভূমৌ—পৃথিবীতে; ব্যকিরন্—বর্ষণ করেছিলেন; প্রসূনৈঃ—পুষ্প; মুদা—আনন্দে; মুহুঃ—নিরন্তর; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভিবাদ্য; চ—ও; নেদুঃ—বাজিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রায়োপবেশন করলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা তাঁর কার্যের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের সময়েও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সংবাদ আদান প্রদান হত, এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সংবাদ স্বর্গের দেবতাদের কাছে পৌঁছেছিল। দেবতারা মানুষদের থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু তাঁরা সকলে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের অনুগামী। স্বর্গলোকে কোন নাস্তিক নেই। তাই তাঁরা সর্বদা পৃথিবীর ভগবদ্ভক্তদের প্রশংসা করেন, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের আচরণে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং দুন্দুভি বাজিয়ে পৃথিবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। কেউ যখন ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তখন দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি সর্বদা এতই প্রসন্ন যে, তাঁদের আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তদের সাহায্য করেন এবং তাঁদের সেই কার্যকলাপে ভগবান তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। ভগবান, দেবতা এবং এই পৃথিবীর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার একটি অদৃশ্য শৃঙ্খল রয়েছে।

শ্লোক ১৯

মহর্ষয়ো বৈ সমুপাগতা যে
প্রশস্য সাধ্বিত্যমোদমানাঃ ।
ঊচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা
যদুত্তমশ্লোকগুণাভিরূপম্ ॥ ১৯ ॥

মহর্ষয়ঃ—মহর্ষিগণ; **বৈ**—স্বাভাবিকভাবে; **সমুপাগতাঃ**—সমবেত; **যে**—যাঁরা; **প্রশস্য**—প্রশংসা করে; **সাধু**—খুব ভাল; **ইতি**—এইভাবে; **অনুমোদমানাঃ**—অনুমোদন করে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **প্রজা-অনুগ্রহ**—জীবের কল্যাণ সাধন করে; **শীল-সারাঃ**—গুণগতভাবে শক্তিমান; **যৎ**—যেহেতু; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা যিনি বন্দিত হন; **গুণ-অভিরূপম্**—দিব্য গুণের মতো সুন্দর।

অনুবাদ

সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের সংকল্পের প্রশংসা করলেন এবং 'সাধু' 'সাধু' বলে তা অনুমোদন করলেন। ঋষিরা স্বভাবতই সাধারণ মানুষদের কল্যাণ সাধনে উন্মুখ, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত গুণে গুণান্বিত। তাই তাঁরা ভগবদ্ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তি স্তরে উন্নীত হলে জীবের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তিতে মগ্ন ছিলেন। তা দেখে সমবেত ঋষিরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁদের অনুমোদন ব্যক্ত করেছিলেন। এই প্রকার ঋষিরা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষদের কল্যাণ সাধনের প্রয়াসী, এবং যখন তাঁরা পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো ভক্তকে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে দেখেন, তখন তাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না, এবং তাঁদের যথাশক্তি আশীর্বাদ করেন। ভগবদ্ভক্তি এতই মঙ্গলজনক যে, স্বর্গের দেবতা, মহর্ষি এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তার ফলে ভক্তের কাছে সব কিছু মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। ভক্তিমার্গে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়ে যায়। মহারাজ পরীক্ষিতের পক্ষে মৃত্যুর সময় সেই সমস্ত মহর্ষিদের সাক্ষাৎ লাভ করা অবশ্যই অত্যন্ত মঙ্গলময় ছিল, এবং তার ফলে সেই ব্রাহ্মণবালকের তথাকথিত অভিশাপ তাঁর কাছে আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ২০

ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য চিত্রং
ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু ।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং
সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **বা**—এই প্রকার; **ইদম্**—এই; **রাজর্ষি**—ঋষিসদৃশ রাজা; **বর্য**—প্রধান; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **ভবৎসু**—আপনাদের সকলকে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমনুব্রতেষু**—সেই ধারায় যাঁরা দৃঢ়ভাবে স্থিত; **যে**—যিনি; **অধ্যাসনম্**—সিংহাসনে আরূঢ়; **রাজ-কিরীট**—রাজমুকুট; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত ; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **জহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পার্শ্বকামাঃ**—সঙ্গ লাভের অভিলাষী।

অনুবাদ

(ঋষিরা বললেন ঃ) হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডু বংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক! আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত মূর্খ রাজনীতিবিদেরা মনে করে যে, তাদের সেই অস্থায়ী পদটি হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, এবং তাই তারা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সেই পদ আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা জানে না যে, জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বহুবার আমাদের শিক্ষার জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নিত্য ধামে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রভু! আমি আপনার ভয়ঙ্কর উগ্র নরসিংহ রূপকে মোটেই ভয় করি না, কিন্তু আমি জড় বিষয়াসক্ত জীবনকে অত্যন্ত ভয় করি। জড়জাগতিক জীবন পাথরের চাকির মতো, এবং আমরা তাতে নিরন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছি। আমি জীবনের উত্তাল তরঙ্গে ভয়াবহ ঘূর্ণিতে পতিত হয়েছি, তাই হে ভগবান, আমি প্রার্থনা করি যে, আপনার নিত্য ধামে আমাকে আপনার এক সেবকরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জড়জাগতিক জীবনের

সেইটিই হচ্ছে চরম মুক্তি। জড়জাগতিক জীবন সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি আমার কর্মের বশীভূত হয়ে যেই যেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছি, সর্বত্রই আমি দুরকমের অত্যন্ত কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি—যথা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এবং অবাঞ্ছিতের সংযোগ। আর তার প্রতিকার করার যে ব্যবস্থাই আমি গ্রহণ করেছি, তা রোগের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর। আমি জন্ম-জন্মান্তরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন আমাকে আপনার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় দান করেন।

পাণ্ডুবংশীয় রাজারা, যাঁরা ছিলেন অনেক মহাত্মাদের থেকেও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তাঁরা জড়জাগতিক জীবনের তিক্ত পরিণতির কথা জানতেন। তাঁরা কখনোই তাঁদের রাজসিংহাসনের ঐশ্বর্যে মোহিত হননি, পক্ষান্তরে তাঁরা সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন, যখন ভগবান তাঁদের নিত্য পার্ষদরূপে তাঁর কাছে ডেকে নেবেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত পৌত্র। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজসিংহাসন হেলাভরে পরিত্যাগ করে তাঁর পৌত্রকে তা দান করেছিলেন। তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর রাজসিংহাসন হেলাভরে পরিত্যাগ করে তাঁর পুত্র জনমেজয়কে দান করেছিলেন। সেই বংশের সমস্ত রাজারাই এইভাবে আচরণ করেছিলেন, কেননা তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবানের ভক্তরা কখনো জড়জাগতিক জীবনের জাঁকজমকের দ্বারা মোহিত হন না, পক্ষান্তরে তাঁরা জড় জগতের মায়িক, অনিত্য বস্তুসমূহের প্রতি অনাসক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে জীবন যাপন করেন।

শ্লোক ২১

সর্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ
কলেবরং যাবদসৌ বিহায় ।
লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং
যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥

সর্বে—সকলে; **বয়ম্**—আমরা; **তাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ইহ**—এই স্থানে; **আস্মহে**—থাকব; **অথ**—তারপর; **কলেবরম্**—দেহ; **যাবৎ**—ততক্ষণ; **অসৌ**—রাজা; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **লোকম্**—লোক; **পরম্**—পরম; **বিরজস্কম্**—জড় কলুষ থেকে

সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **বিশোকম্**—সমস্ত শোক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **যাস্যতি**—ফিরে যায়; **অয়ম্**—এই; **ভাগবত**—ভক্ত; **প্রধানঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত জড় কলুষ এবং সর্ব প্রকার শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পরম ধামে ফিরে না যান, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকলে এখানে প্রতীক্ষা করব।

তাৎপর্য

আকাশের মেঘের সঙ্গে তুলনীয় সীমিত জড় সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রয়েছে পরব্যোম বা চিদাকাশ, যা বৈকুণ্ঠ নামক গ্রহপুঞ্জে পূর্ণ। সেই বৈকুণ্ঠলোকও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, যথা—পুরুষোত্তমলোক, অচ্যুতলোক, ত্রিবিক্রমলোক, হৃষিকেশলোক, কেশবলোক, অনিরুদ্ধলোক, মাধবলোক, প্রদ্যুম্নলোক, সঙ্কর্ষণলোক, শ্রীধরলোক, বাসুদেবলোক, অযোধ্যালোক, দ্বারকালোক ইত্যাদি অসংখ্য চিন্ময় গ্রহলোক, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর কেন্দ্র; এবং সেখানে সমস্ত জীবাত্মা ভগবানেরই মতো চিন্ময় দেহসম্পন্ন মুক্ত আত্মা। সেখানে কোন জড় কলুষ নেই; সেখানে সব কিছুই চিন্ময় এবং তাই সেখানে কোন রকম শোক নেই। সেই জগৎ দিব্য আনন্দে পূর্ণ; সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধি নেই।

উপরোক্ত সেই চিজ্জগতে সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের মধ্যে একটি পরম ধাম রয়েছে যার নাম গোলোক বৃন্দাবন এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বিশিষ্ট পার্ষদদের ধাম। মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ধাম প্রাপ্তি পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং সেখানে সমবেত মহর্ষিরা পূর্বেই তা জ্ঞাত ছিলেন। তাঁরা সকলে মহারাজ পরীক্ষিতের মহাপ্রস্থান সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন; এবং তাঁর অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন কেননা এ রকম একজন মহান ভক্তকে তাঁরা আর দেখতে পাবেন না। ভগবানের কোনও মহান ভক্ত যখন এই জগৎ থেকে চলে যান, তখন শোক করা উচিত নয়, কেননা ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যান। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এই রকম একজন মহান ভক্ত আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যান। আমাদের এই জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবৎ দর্শন যেমন বিরল, ভগবানের মহান ভক্তদের দর্শনও তেমন বিরল। তাই মহর্ষিরা স্থির করেছিলেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁরা সেখানে প্রতীক্ষা করবেন।

শ্লোক ২২

আশ্রুত্য তদৃষিগণবচঃ পরীক্ষিৎ
সমং মধুচ্যুদ্ গুরু চাব্যলীকম্ ।
আভাষতৈনানভিনন্দ্য যুক্তান্
শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ ॥ ২২ ॥

আশ্রুত্য—শোনার পর; **তৎ**—তা; **ঋষিগণ**—সমবেত ঋষিগণ; **বচঃ**—বললেন; **পরীক্ষিৎ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সমম্**—নিরপেক্ষ; **মধু-চ্যুৎ**—শ্রুতিমধুর; **গুরু**—গম্ভীর; **চ**—ও; **অব্যলীকম্**—পূর্ণরূপে সত্য; **আভাষত**—বলেছিলেন; **এনান্**—তাঁরা সকলে; **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; **যুক্তান্**—যথাযথভাবে প্রস্তাবিত; **শুশ্রূষমাণঃ**—শুনতে উৎসুক; **চরিতানি**—কার্যকলাপ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ঋষিরা যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, গম্ভীর অর্থপূর্ণ এবং পূর্ণরূপে সত্য ছিল। তাই তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শোনবার অভিলাষে সেই মহর্ষিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩

সমাগতাঃ সর্বত এব সর্বে
বেদা যথা মূর্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে ।
নেহাথনামুত্র চ কশ্চনার্থ
ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্ ॥ ২৩ ॥

সমাগতাঃ—সমবেত; **সর্বতঃ**—সমস্ত দিক থেকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বে**—আপনারা সকলে; **বেদাঃ**—পরম জ্ঞান; **যথা**—যেমন; **মূর্তিধরাঃ**—মূর্তিমান; **ত্রি-পৃষ্ঠে**—ব্রহ্মলোকে (যা ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধঃলোকের ঊর্ধ্বে); **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **অথ**—তারপর; **ন**—না; **অমুত্র**—অন্য জগতে; **চ**—ও; **কশ্চন**—অন্য কোন; **অর্থঃ**—প্রয়োজন; **ঋতে**—বিনা; **পর**—অন্য; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **আত্মশীলম্**—স্ব-স্বভাব।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলে অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক থেকে এখানে এসেছেন। আপনারা সকলে ত্রিভুবনের উর্ধ্বে (সত্যলোকে) বিরাজমান মূর্তিমান বেদসমূহের মতো। কেননা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের স্বভাব, এবং তা ছাড়া এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে আপনাদের কোন স্বার্থ নেই।

তাৎপর্য

ছয় প্রকার ঐশ্বর্য আছে, যথা—সম্পদ, বল, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। মূলত এগুলি পরমেশ্বর ভগবানেরই গুণ। সেই পরম পুরুষের বিভিন্ন অংশ জীবের মধ্যেও সেই সমস্ত গুণগুলি আংশিকভাবে বিরাজমান। জীব বড় জোর শতকরা ৭৮ ভাগ পর্যন্ত এই গুণগুলি অর্জন করতে পারে। জড় জগতের সমস্ত গুণগুলি (ভগবানের গুণের শতকরা ৭৮ ভাগ পর্যন্ত) জড়া শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন, ঠিক যেমন কখনো কখনো সূর্য মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। সূর্যের স্বাভাবিক দীপ্তির তুলনায় আচ্ছাদিত সূর্যের শক্তি যেমন অত্যন্ত ক্ষীণ, তেমনই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের মধ্যে সেই সমস্ত গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি গ্রহলোক পর্যায় রয়েছে, যথা—অধঃলোক, মধ্যলোক এবং উর্ধ্বলোক। পৃথিবীর মানুষেরা মধ্যলোকের যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে অবস্থিত, কিন্তু ব্রহ্মা এবং তাঁর সমস্তরের জীবেরা উর্ধ্বলোকে বাস করেন, যাদের মধ্যে সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে সত্যলোক। সত্যলোকের অধিবাসীরা পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গম, এবং তার ফলে তাঁরা মায়ারূপ মেঘের আবরণ থেকে মুক্ত। তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলা হয়। পূর্ণরূপে জড় এবং দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন এই সমস্ত পুরুষেরা জড় এবং চিন্ময় উভয় জগতের প্রতিই উদাসীন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিস্পৃহ ভক্ত বা শান্ত ভক্ত। এই জড় জগতে তাঁদের ঈপ্সিত কিছু নেই, এবং চিন্ময় জগতে তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তা হলে তাঁরা এই জড় জগতে আসেন কেন? ভগবানের আদেশে, অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য, তাঁরা বিভিন্ন গ্রহলোকে অবতরণ করেন। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষদের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা আসেন। জড় জগতে দুর্দশাগ্রস্ত মায়াচ্ছন্ন জীবদের পুনরুদ্ধার করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করণীয় নেই।

শ্লোক ২৪

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছয়মিমং বিপৃচ্ছে
বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্ ।
সর্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং
শুদ্ধং চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—এই প্রকার; **চ**—এবং; **বঃ**—আপনাকে; **পৃচ্ছম্**—প্রশ্ন করার যোগ্য; **ইমম্**—এই; **বিপৃচ্ছে**—প্রশ্ন করি; **বিশ্রভ্য**—বিশ্বাসযোগ্য; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **ইতি**—এইভাবে; **কৃত্যতায়াম্**—বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে; **সর্ব-আত্মনা**—প্রত্যেকের দ্বারা; **ম্রিয়মাণৈঃ**—বিশেষভাবে যারা মরণোন্মুখ; **চ**—এবং; **কৃত্যম্**—কর্তব্যপরায়ণ; **শুদ্ধম্**—সঠিক; **চ**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **অমৃশত**—পূর্ণরূপে বিচারপূর্বক; **অভিযুক্তাঃ**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে বিশ্বাসভাজন ব্রাহ্মণগণ! আমি এখন আপনাদের কাছে আমার আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। দয়া করে, যথাযথভাবে বিচার করে আমাকে বলুন, সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে যে মানুষ মরণোন্মুখ, তার অবশ্য কর্তব্য কি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিজ্ঞ মহর্ষিদের কাছে মহারাজ দুটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে সর্ব অবস্থায় প্রতিটি মানুষের কি কর্তব্য, এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি, মরণোন্মুখ মানুষের অবশ্য কর্তব্য কি? এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে মরণোন্মুখ মানুষটি সম্বন্ধে প্রশ্নটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রতিটি মানুষই মরণশীল—হয় এখনই, নয় একশ বছর পরে। মানুষের আয়ু কতদিন সেই প্রশ্নটি নিরর্থক, কিন্তু মরণাপন্ন মানুষের কি কর্তব্য, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রশ্ন দুটিই শুকদেব গোস্বামীর আগমনের ঠিক পরে করেছিলেন, এবং বিশেষ করে সমগ্র *শ্রীমদ্ভাগবতে*, দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে শুরু করে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত, এই প্রশ্ন দুটিরই আলোচনা করা হয়েছে।

এই থেকে চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবাই প্রতিটি মানুষের পরম কর্তব্য। সেকথা ভগবান স্বয়ং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* শেষ অংশে প্রতিটি

মানুষের নিত্য ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অবগত ছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর সেই বিশ্বাসকে সমর্থন করেন যাতে তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর কর্তব্য নির্ণয় করতে পারেন। তিনি বিশেষ করে 'শুদ্ধ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

অপ্রাকৃত উপলব্ধি বা আত্ম উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিকেরা বিভিন্ন প্রকার পন্থা বর্ণনা করে গেছেন। তাদের কয়েকটি উত্তম পন্থা, এবং অন্যগুলি মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পন্থা। তবে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগতির ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ২৫

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো
যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো
বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেষঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র—সেখানে; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ভগবান্**—শক্তিশালী; **ব্যাসপুত্রঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র; **যদৃচ্ছয়া**—ইচ্ছাক্রমে; **গাম্**—পৃথিবী; **অটমানঃ**—পর্যটন; **অনপেক্ষঃ**—নিরপেক্ষ; **অলক্ষ্য**—প্রকাশিত; **লিঙ্গঃ**—লক্ষণাদি; **নিজলাভ**—আত্ম উপলব্ধ; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **চ**—এবং; **বালৈঃ**—বালকদের দ্বারা; **অবধূত**—অপর কর্তৃক অবজ্ঞাত; **বেষঃ**—বেশভূষা।

অনুবাদ

তখন ব্যাসদেবের শক্তিমান পুত্র যদৃচ্ছক্রমে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন বহির্বিষয়ে উদাসীন, কোন আশ্রম বিশেষের চিহ্নবিহীন, আত্মারাম এবং অবধূত বেশধারী। তাঁকে পাগল ভেবে নারী ও বালকেরা বেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্য

'ভগবান' শব্দটি কখনো কখনো শুকদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের মহান্ ভক্তদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার মুক্ত পুরুষেরা জাগতিক বিষয়ে উদাসীন

কেননা তাঁরা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আত্মতৃপ্ত। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুকদেব গোস্বামী আনুষ্ঠানিকভাবে কোন গুরুগ্রহণ করেননি, এবং দীক্ষা সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃতিপ্রাপ্ত হননি। তাঁর পিতা ব্যাসদেব ছিলেন তাঁর স্বাভাবিক গুরু, কেননা তিনি তাঁর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত হন। এভাবে তিনি কোন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না।

ঔপচারিক বিধি তাঁদেরই জন্য আবশ্যক, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ লাভ করতে চান, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতার কৃপায় সেই স্তরে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তরুণ বালকরূপে তাঁর যথাযথ বেশ পরিধান করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সব রকম সামাজিক আচার ব্যবহারে উদাসীন হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে অবহেলা করেছিল, এবং বালকেরা ও স্ত্রীলোকেরা কৌতূহলের বশে তাঁকে বেষ্টন করেছিল।

পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে সমবেত মহর্ষিরা তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে একমত হতে পারেননি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন গুণ অনুসারে পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। চিকিৎসকদের মধ্যে যেমন কখনো কখনো মতভেদ হয়, তেমনই ঋষিদের মধ্যেও নিরাময়ের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে মতভেদ হয়। সেই সময় ব্যাসদেবের মহাশক্তিশালী পুত্র সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রম্ ।
চার্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-
সুভ্রাননং কম্বুসুজাতকণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

তম্—তার; **দ্ব্যষ্ট**—ষোল; **বর্ষম্**—বয়স; **সুকুমার**—নির্মল; **পাদ**—পা; **কর**—হাত; **উরু**—জঙ্ঘা; **বাহু**—ভুজ; **অংস**—কাঁধ; **কপোল**—গাল; **গাত্রম্**—দেহ; **চারু**—সুন্দর; **আয়ত**—বিস্তৃত; **অক্ষ**—চোখ; **উন্নস**—উন্নত নাসিকা; **তুল্য**—সদৃশ; **কর্ণ**—কান; **সুভ্রূ**—সুন্দর ভ্রূযুগল; **আননম্**—মুখমণ্ডল; **কম্বু**—শঙ্খ; **সুজাত**—সুন্দরভাবে গঠিত; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের সেই পুত্রের বয়স ছিল ষোল বছর। তাঁর চরণ, হাত, জঙ্ঘা, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ণ বিস্তৃত, তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং কান দুটি ছিল ঠিক এক মাপের। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং শঙ্খের মতো সুন্দর।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের বর্ণনা চরণ থেকে শুরু করা হয়, এবং সেই চিরাচরিত সম্মানজনক প্রথা শুকদেব গোস্বামীর ক্ষেত্রেও পালন করা হয়েছিল। তাঁর বয়স ছিল তখন কেবলমাত্র ষোল বছর। মানুষকে সম্মান করা হয় তাঁর বয়সের জন্য নয়, তাঁর কর্মের জন্য। বয়সে প্রবীণ না হলেও কেউ তাঁর অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হতে পারেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী, যাঁকে এখানে ব্যাসদেবের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিদের থেকে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যদিও তাঁর বয়স তখন ছিল কেবলমাত্র ষোল বছর।

শ্লোক ২৭

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষস-
মাবর্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ
দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্ ॥ ২৭ ॥

নিগূঢ়—আচ্ছাদিত; **জত্রুম্**—কণ্ঠের অধঃভাগস্থ অস্থি; **পৃথু**—বিস্তীর্ণ; **তুঙ্গ**—উন্নত; **বক্ষম্**—বক্ষ; **আবর্ত**—আবর্ত; **নাভিম্**—নাভি; **বলিবল্গূ**—ত্রিবলীরেখা; **উদরম্**—উদর; **চ**—ও; **দিগম্বরম্**—দিকসমূহ যাঁর বস্ত্র (উলঙ্গ); **বক্র**—কুঞ্চিত; **বিকীর্ণ**—বিস্তৃত; **কেশম্**—চুল; **প্রলম্ব**—দীর্ঘ; **বাহুম্**—বাহু; **সু-অমর-উত্তম**—সুন্দরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; (শ্রীকৃষ্ণ); **আভম্**—অঙ্গকান্তি।

অনুবাদ

তাঁর কণ্ঠের অধঃভাগের অস্থি মাংসের দ্বারা আবৃত, বক্ষস্থল বিশাল সমুন্নত, নাভিমণ্ডল গভীর আবর্তের মতো, উদর ত্রিবলী রেখায় অঙ্কিত। তাঁর বাহুযুগল

দীর্ঘ, এবং কুঞ্চিত কেশদাম তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর ইতস্তত বিকীর্ণ। দিকসমূহই তাঁর বস্ত্র, এবং তাঁর অঙ্গকান্তি অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতো অতি রমণীয়।

তাৎপর্য

তাঁর দেহসৌষ্ঠব থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি সাধারণ মানুষদের থেকে ভিন্ন। শুকদেব গোস্বামীর দেহসৌষ্ঠব সম্বন্ধে যে লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সাধারণ লক্ষণ, এবং সামুদ্রিক (Physiognomical) গণনা অনুসারে সেগুলি মহাপুরুষদের লক্ষণ। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো, যিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতা এবং জীবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৮

শ্যামং সদাপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন ।
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-
স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চসম্ ॥ ২৮ ॥

শ্যামম্—শ্যামবর্ণ; **সদা**—সর্বদা; **অপীব্য**—অত্যধিক; **বয়ঃ**—বয়স; **অঙ্গ**—লক্ষণসমূহ; **লক্ষ্ম্যা**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **মনোজ্ঞম্**—আকর্ষণীয়; **রুচির**—সুন্দর; **স্মিতেন**—হাসি; **প্রত্যুত্থিতাঃ**—উঠে দাঁড়ালেন; **তে**—তাঁরা সকলে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **স্ব**—স্বীয়; **আসনেভ্যঃ**—আসন থেকে; **তৎ**—তাঁরা; **লক্ষণজ্ঞা**—শারীরিক লক্ষণ বিচারে পারদর্শী; **অপি**—ও; **গূঢ়-বর্চসম্**—যাঁর মহিমা আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ এবং নবযৌবনজনিত অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর দেহের সৌন্দর্য এবং মধুর হাসি রমণীদের কাছে রমণীয় ছিল। যদিও তিনি তাঁর স্বাভাবিক মহিমা লুকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত মহর্ষিরা ছিলেন দেহের লক্ষণ বিচারে পটু, এবং তাই তাঁকে এক মহাপুরুষরূপে চিনতে পেরে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ২৯

স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায়
তস্মৈ সপর্যাং শিরসাজহার ।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা
মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

স—তিনি; **বিষ্ণুরাতঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ, (যিনি সর্বদাই শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত ছিলেন); **অতিথয়ে**—আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য; **আগতায়**—সেখানে আগত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সপর্যাম্**—সারা শরীর দিয়ে; **শিরসা**—অবনতমস্তকে; **আজহার**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **নিবৃত্তা**—নিবৃত্ত হয়ে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবুধাঃ**—অল্প বুদ্ধিমান; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **অর্ভকাঃ**—বালকেরা; **মহাসনে**—শ্রেষ্ঠ আসনে; **স**—তিনি; **উপবিবেশ**—উপবেশন করেছিলেন; **পূজিতঃ**—সম্মানিত হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার ফলে, বিষ্ণুরাত নামে পরিচিত, অবনতমস্তকে তাঁর মুখ্য অতিথি শুকদেব গোস্বামীকে স্বাগত জানালেন। তখন শুকদেবের অনুগামী নির্বোধ বালক-বালিকারা দূরে পলায়ন করল। শুকদেব গোস্বামী সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

সেই সভায় যখন শুকদেব গোস্বামী এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীল ব্যাসদেব, নারদ মুনি এবং অন্য কয়েকজন ব্যতীত সকলেই তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের সেই মহান্ ভক্তকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কাউকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কারও করমর্দন করেছিলেন, কারও প্রতি ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতা ও নারদ মুনিকে প্রণাম করেছিলেন। তখন তাঁকে সেই সভায় মুখ্য আসন প্রদান করা হয়েছিল। যখন রাজা এবং ঋষিরা তাঁকে এইভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তখন তাঁকে অনুসরণকারী বালকেরা এবং নির্বোধ স্ত্রীলোকেরা ভীত এবং বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। তখন তারা তাদের চপলতা পরিত্যাগ করেছিল এবং সব কিছু শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৩০

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ ।
ব্যরোচতালং ভগবান যথেন্দু-
র্গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; সংবৃতঃ—পরিবৃত হয়ে; তত্র—সেখানে; মহান্—মহান; মহীয়সাম্—মহত্তম; ব্রহ্মর্ষি—ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঋষি; রাজর্ষি—রাজাদের মধ্যে ঋষি; দেবর্ষি—দেবতাদের মধ্যে ঋষি; সংঘৈঃ—সমূহের দ্বারা; ব্যরোচত—যোগ্য; অলম্—সমর্থ; ভগবান্—শক্তিমান; যথা—যেমন; ইন্দুঃ—চন্দ্র; গ্রহ—গ্রহসমূহ; ঋক্ষ—নক্ষত্র; তারা—তারা; নিকরৈঃ—সমূহের দ্বারা; পরীতঃ—পরিবৃত।

অনুবাদ

সেই সভায় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত হয়ে মহা বীর্যবান শুকদেব তখন গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজিতে পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো অতি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহাত্মাদের সেই মহতী সভায় ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ, এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের মহান্ শাসক পরশুরাম প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ ছিলেন ভগবানের শক্তিশালী অবতার। শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মর্ষি ছিলেন না, রাজর্ষি অথবা দেবর্ষি ছিলেন না, অথবা তিনি নারদ, ব্যাস বা পরশুরামের মতো ভগবানের অবতারও ছিলেন না, তথাপি তিনি সেখানে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, এই জগতে ভগবানের ভক্ত ভগবানের থেকেও অধিক সম্মান প্রাপ্ত হন। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো ভক্তের মহিমা কখনও কম করে দেখা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং
মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য ।
প্রণম্য মূর্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্নত্বা গিরা সুনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥ ৩১॥

প্রশান্তম্—পূর্ণরূপে শান্ত; **আসীনম্**—অভীষ্ট; **অকুণ্ঠ**—নিঃসংকোচে; **মেধসম্**—পর্যাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন; **মুনিম্**—ঋষিদের; **নৃপঃ**—রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **ভাগবতঃ**—মহান্ ভক্ত; **অভ্যুপেত্য**—তাঁর কাছে এসে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **মূর্ধ্ন্ন**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **অবহিতঃ**—যথার্থভাবে; **কৃতাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **নত্বা**—বিনয়পূর্বক; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **সুনৃতয়া**—মধুর বচনে; **অন্বপৃচ্ছৎ**—প্রশ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন মুনিবর শুকদেব গোস্বামী প্রশান্ত চিত্তে উপবেশন করলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তিনি নিঃসংকোচে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাঁর কাছে এসে তাঁকে অবনতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং হাত জোড় করে সুমধুর বচনে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রশ্ন করার যে মুদ্রা পরীক্ষিৎ মহারাজ এখানে অবলম্বন করেছেন, তা যথাযথভাবে শাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হয়। এখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁর কেবল সাত দিন সময় ছিল। এই প্রকার জরুরী অবস্থায় সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। সদ্‌গুরুর কাছে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না জানলে সদ্‌গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোন আবশ্যকতা নেই। সদ্‌গুরুর সমস্ত গুণাবলী শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই, যথা শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে, কিন্তু তা আবৃত্তি করার কোন সুযোগ তিনি পূর্বে পাননি। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তিনি*শ্রীমদ্ভাগবত* আবৃত্তি করেছিলেন এবং নিঃসংকোচে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

পরীক্ষিদুবাচ

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

পরীক্ষিৎ উবাচ—ভাগ্যবান মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **অহো**—আহা; **অদ্য**—আজ; **বয়ম্**—আমাদের; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **সৎ-সেব্যাঃ**—ভক্তদের সেবা করার যোগ্য; **ক্ষত্র**—শাসকবর্গ; **বন্ধবঃ**—অযোগ্য; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **অতিথি-রূপেণ**—অতিথিরূপে; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **তীর্থকাঃ**—তীর্থ হওয়ার যোগ্য; **কৃতাঃ**—তিনি করেছেন।

অনুবাদ

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি কৃপা করে আমার অতিথিরূপে উপস্থিত হয়ে আমাদের তীর্থের মতো পবিত্র করেছেন। আপনার কৃপায় আমরা অযোগ্য ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ভক্তদের সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করেছি।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামীর মতো সন্ত ভক্তরা সাধারণত জড় ভোগে আসক্ত বিষয়ীদের, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় রাজাদের, কাছে যান না। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী, কিন্তু তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের অভিলাষ করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন এক রাজা। যে সমস্ত ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের দুটি বস্তু বিশেষভাবে বর্জন করতে হয়—বিষয়ীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গ। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো ভক্তরা কখনও রাজা দর্শন করতে চান না। মহারাজ পরীক্ষিতের কথা অবশ্য আলাদা ছিল। রাজা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এক মহান্ ভক্ত এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। ভক্তোচিত বিনয়ের বশে মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজেকে তাঁর মহান্ ক্ষত্রিয় পিতামহদের অযোগ্য বংশধর বলে মনে করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই মহান্। অযোগ্য ক্ষত্রিয় সন্তানদের বলা হয় ক্ষত্রবন্ধব, অর্থাৎ ক্ষত্রবন্ধু, ঠিক যেমন অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু বা ব্রহ্মবন্ধু ।

শুকদেব গোস্বামীর উপস্থিতিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যিনি যে কোন স্থানকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করতে পারেন, সেই মহাত্মার উপস্থিতিতে তিনি পবিত্র হয়েছিলেন বলে অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

যেষাম্—যাঁর; **সংস্মরণাৎ**—স্মরণের ফলে; **পুংসাম্**—মানুষের; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **শুদ্ধ্যন্তি**—শুদ্ধ হয়; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **গৃহাঃ**—গৃহ; **কিম্**—কি; **পুনঃ**—তা হলে; **দর্শন**—সাক্ষাৎকার; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **পাদ**—পা; **শৌচ**—ধোওয়া; **আসনাদিভিঃ**—আসন আদি প্রদান করা।

অনুবাদ

কেবলমাত্র আপনাকে স্মরণ করার ফলে আমাদের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, অতএব আপনাকে দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন এবং গৃহে আসনাদি দান করার ফলে যে কি লাভ হয়, তা কে বর্ণনা করতে পারে!

তাৎপর্য

পবিত্র তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য মহান্ ঋষি ও মহাত্মাদের উপস্থিতির ফলেই হয়। বলা হয় যে, পাপীরা তীর্থস্থানে গিয়ে তাদের পাপ ছেড়ে আসে। কিন্তু মহাত্মাদের উপস্থিতির ফলে সেই সঞ্চিত পাপ শোধন হয়ে যায়। এইভাবে এখানে উপস্থিত ভক্ত এবং মহাত্মাদের কৃপায় তীর্থস্থানগুলি সর্বদাই পবিত্র থাকে। এই প্রকার মহাত্মারা যখন কোনও বিষয়ীর গৃহে আসেন, তখন অবশ্যই জড় ভোগে আসক্ত বিষয়ীরা তাদের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই পুণ্যবান মহাত্মাদের গৃহস্থদের গৃহে যাওয়ার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, কিন্তু তাঁরা তাদের গৃহে যান কেবলমাত্র তাদের গৃহ পবিত্র করার জন্য, এবং তাই যখন এই প্রকার মহাত্মা এবং ঋষিরা তাঁদের গৃহে আসেন, তখন গৃহস্থদের গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত। কোন গৃহস্থ যদি এই পবিত্র আশ্রমের অবমাননা করে, তা হলে তাদের মহা অপরাধ হয়। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও গৃহস্থ যদি মহাত্মাকে দর্শন করে প্রীতি নিবেদন না করে, তা হলে তাকে সেই মহা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সারাদিন উপবাস থাকতে হয়।

শ্লোক ৩৪

সান্নিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি ।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥ ৩৪ ॥

সান্নিধ্যাৎ—উপস্থিতির ফলে; তে—আপনার; মহাযোগিন্—হে মহাযোগী; পাতকানি—পাপসমূহ; মহান্তি—ভেদ্য; অপি—সত্ত্বেও; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; নশ্যন্তি—বিনষ্ট হয়; বৈ—নিশ্চিতভাবে; পুংসাম্—মানুষের; বিষ্ণোঃ—ভগবানের উপস্থিতি; ইব—মতো; সুর-ইতরাঃ—দেবতাদের ছাড়া।

অনুবাদ

হে মহাযোগী! বিষ্ণুর সান্নিধ্য মাত্রই যেমন অসুরেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার দর্শন মাত্রই জীবের মহা পাতকসমূহ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

দুই প্রকার মানুষ রয়েছে, যথা—নাস্তিক এবং ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তেরা যেহেতু দিব্য গুণাবলী প্রকাশ করেন, তাই তাঁদের বলা হয় সুর, আর যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তাদের বলা হয় অসুর। অসুরেরা ভগবানের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। অসুরেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে বিনাশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের আবির্ভাব মাত্রই তাঁর অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা পরিকর অথবা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অসুরেরা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কথিত আছে যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারিত হলেই ভূতেরা আর সেখানে থাকতে পারে না। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের পরিকর, এবং তাঁদের উপস্থিতির ফলেই তৎক্ষণাৎ ভূতসদৃশ সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেকথা বলা হয়েছে। বেদে মানুষকে কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ভূত, প্রেত এবং রাক্ষসেরা তাদের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

শ্লোক ৩৫

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ ।
পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্‌গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥

অপি—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমাকে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান; **পাণ্ডু-সুত**—মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **পৈতৃ**—পিতার মাধ্যমে সম্পর্কিত; **স্বসেয়**—ভগিনীর পুত্র; **প্রীতি**—সন্তোষ; **অর্থম্**—সম্পর্কে; **তৎ**—তাঁদের; **গোত্রস্য**—বংশধরের; **আত্ত**—স্বীকৃত; **বান্ধবঃ**—বন্ধু রূপে।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভাইদের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আমাকে তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশুদ্ধ এবং অনন্য ভক্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের থেকেও অধিক দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সেবা করেন। সাধারণত মানুষেরা তাদের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং মানব সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা পারিবারিক স্নেহের প্রভাবে পরিচালিত হয়। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা জানে না ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে কিভাবে আরও ভালভাবে পরিবারের সেবা করা যায়। ভগবদ্ভক্তদের আত্মীয়-স্বজনদের ভগবান বিশেষভাবে রক্ষা করেন, যদিও সেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা ভগবদ্ভক্ত নাও হতে পারে।

মহারাজ প্রহ্লাদ ছিলেন ভগবানের এক মহান্ ভক্ত, কিন্তু তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু ছিল এক মহানাস্তিক এবং ভগবানের শত্রু। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হওয়ার ফলে হিরণ্যকশিপু মুক্তি লাভ করেছিল।

ভগবান ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাদের পরিবারের সদস্যদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, এমন কি ভগবদ্ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে চলেও যান, তবুও তাঁকে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা কুন্তীর পুত্র, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বীকার করেছেন যে, মহান্ পাণ্ডবদের একমাত্র পৌত্র হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেছেন।

শ্লোক ৩৬

অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাম্ ।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বণীয়সঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্যথা—তা না হলে; **তে**—আপনার; **অব্যক্ত-গতেঃ**—তাঁর গতিবিধি অদৃশ্য; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎকার; **নঃ**—আমাদের জন্য; **কথম্**—কিভাবে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **নিতরাম্**—বিশেষভাবে; **ম্রিয়মাণানাম্**—মুমূর্ষুদের; **সংসিদ্ধস্য**—যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ; **বণীয়সঃ**—স্বেচ্ছায় যিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

অনুবাদ

তা না হলে কি আমাদের মতো পাপিষ্ঠ মানুষ কখনও এই আসন্ন মৃত্যুকালে আপনার দর্শন লাভ করতে পারত? কেননা আপনার মতো মহাপুরুষেরা আপনাদের পরিচয় গোপন রেখে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় ভগবানের মহান্ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ লাভ করা যায়। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন জীবনের পরম সিদ্ধিলাভের পথে সাহায্যকারী ভগবানের মূর্ত প্রতিনিধি। ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউ কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি, তাই তিনি ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে এসে তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা দান করার জন্য।

যদি কেউ ভগবান কর্তৃক প্রেরিত যথার্থ প্রতিনিধির কৃপা লাভ করেন, তবেই কেবল তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে যখন ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি, তাঁর জড়দেহ ত্যাগের পর, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। অবশ্য তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকে ভক্তের ঐকান্তিকতার উপর।

ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তাই তিনি সকলের গতিবিধি সর্বতোভাবে অবগত। ভগবান যখন দেখেন যে, কোন জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে ঐকান্তিক ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপা এবং সহযোগিতা লাভ করার অর্থ হচ্ছে সরাসরিভাবে স্বয়ং ভগবানের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৭

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্ ।
পুরুষস্যেহ যৎকার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা ॥ ৩৭ ॥

অতঃ—অতএব; **পৃচ্ছামি**—জিজ্ঞাসা করি; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধিলাভের উপায়; **যোগিনাম্**—মহাত্মাদের; **পরমম্**—পরম; **গুরুম্**—শ্রীগুরুদেব; **পুরুষস্য**—মানুষের; **ইহ**—এই জীবনে; **যৎ**—যা কিছু; **কার্যম্**—কর্তব্য; **ম্রিয়মাণস্য**—মরণোন্মুখ; **সর্বথা**—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

আপনি পরম যোগী এবং ভক্তদেরও গুরু। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি সকলের, এবং বিশেষ করে যে-মানুষের মৃত্যু আসন্ন, তার সিদ্ধিলাভের পন্থা প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাকুল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার অবশ্যকতা থাকে না। গুরু কোনও গৃহস্থের অলঙ্কার নন। কেতাদুরস্ত জড়বাদীরা সাধারণত তথাকথিত গুরুদের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়, কিন্তু তাতে তাদের কোন লাভ হয় না। এই সমস্ত ভণ্ড গুরুরা তাদের তথাকথিত শিষ্যদের তোষামোদ করে, এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই নিঃসন্দেহে নরকগামী হয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ শিষ্য, কেননা তিনি সকলের জন্য, বিশেষ করে মরণাপন্ন মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলির ভিত্তিতেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে। এখন দেখা যাক কি রকম বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহান্ গুরু সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।

শ্লোক ৩৮

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো ।
স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

যৎ—যা কিছু; **শ্রোতব্যম্**—শ্রবণযোগ্য; **অথো**—তার থেকে; **জপ্যম্**—কীর্তনীয়; **যৎ**—যা কিছু; **কর্তব্যম্**—কর্তব্য; **নৃভিঃ**—সাধারণ মানুষের দ্বারা; **প্রভো**—হে প্রভু;

স্মর্তব্যম্—স্মরণীয়; ভজনীয়ম্—পূজ্য; বা—অথবা; ব্রূহি—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন; যদ্বা—যা হোক না কেন; বিপর্যয়ম্—সিদ্ধান্তের বিপরীত।

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে বলুন মানুষের কি শ্রবণ করা উচিত, কীর্তন করা উচিত, স্মরণ করা উচিত, এবং ভজন করা উচিত, আর তার যা করা উচিত নয়, তাও আমাকে কৃপা করে বলুন।

শ্লোক ৩৯

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ।
ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥

নূনম্—যেহেতু; ভগবতঃ—অত্যন্ত শক্তিমান আপনার; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; গৃহেষু—গৃহে; গৃহ-মেধিনাম্—গৃহস্থদের; ন—না; লক্ষ্যতে—দেখা যায়; হি—নিশ্চিতভাবে; অবস্থানম্—অবস্থিত; অপি—এমন কি; গো-দোহনম্—গো-দোহন; ক্বচিৎ—কদাপি।

অনুবাদ

হে মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণ! আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। শোনা যায় যে, যে সময়ের মধ্যে একটি গাভী দোহন করা যায়, আপনি ততক্ষণও কোনও গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেন না।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত ঋষি এবং মহাত্মারা খুব সকালে গৃহস্থরা যখন গাভী দোহন করেন, তখন তাঁদের গৃহে যান এবং তাঁদের দেহ ধারণের জন্য একটু দুধ ভিক্ষা করেন। আধসের খাঁটি দুধ একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের দেহ ধারণের সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করে, এবং তাই সাধু এবং ঋষিরা তাঁদের জীবন ধারণের জন্য কেবল দুধ গ্রহণ করেন।

একজন দরিদ্র গৃহস্থও কমপক্ষে দশটি গাভী পালন করেন, এবং তাঁদের প্রতিটি গাভীই বার থেকে কুড়ি সের দুধ দেয় এবং তাই তাঁরা কেউই সাধুদের জন্য কয়েক সের দুধ দিতে ইতস্তত করেন না।

গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে শিশুদের মতো সাধু-সন্তদের ভরণপোষণ করা। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাত্মারা প্রভাতকালে গৃহস্থদের গৃহে পাঁচ মিনিটের বেশিও অবস্থান করেন না। অর্থাৎ, এই প্রকার মহাত্মাদের গৃহস্থদের গৃহে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন তাঁকে উপদেশ দান করেন।

গৃহস্থদেরও যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া উচিত যাতে তাঁরা অতিথিরূপে আগত মহাত্মাদের কাছ থেকে পারমার্থিক উপদেশ গ্রহণ করেন। বাজারে যা পাওয়া যায় সেই রকম কোন বস্তু মূর্খের মতো সাধুর কাছে প্রার্থনা না করাই গৃহস্থদের উচিত। এইভাবে সাধু এবং গৃহস্থদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান হওয়া উচিত।

শ্লোক ৪০

সূত উবাচ

এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
প্রত্যভাষত ধর্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৪০ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আভাষিতঃ**—বলা হলে; **পৃষ্টঃ**—এবং প্রশ্ন করলে; **স**—তিনি; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **প্রত্যভাষত**—উত্তর দিতে শুরু করলেন; **ধর্মজ্ঞঃ**—ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অবগত; **ভগবান্**—তেজস্বী পুরুষ; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, রাজা পরীক্ষিৎ মধুর সম্ভাষণে এইভাবে প্রশ্ন করার পর, সেই ধর্মজ্ঞ মহাপুরুষ, ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে শুরু করলেন।

ইতি "শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ঊনবিংশতি অধ্যায়ের শ্রীভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

তাঁদের প্রথম সাক্ষাতেই ১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে, শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার একটি ভাষ্য রচনা করেন, গৌড়ীয় মঠের কাজে সহায়তা করেন, এবং ১৯৪৪ সালে 'ব্যাক টু গডহেড' ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকার সূচনা করেন। এই প্রকাশনাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এককভাবে শ্রীল প্রভুপাদ এটির সম্পাদনা করতেন, পাণ্ডুলিপি টাইপ করতেন গ্যালীপ্রুফ সংশোধন করতেন। সেই যে পত্রিকাটি একবার শুরু হয়েছিল কখনও তার প্রকাশনা থামেনি ; এখন পাশ্চাত্য দেশেও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যাদির মাধ্যমে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ হয়ে চলেছে ত্রিশটিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায়।

শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ১৯৪৭ সালে তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৪ সালে ৫৮ বছর বয়সে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনার কাজে অধিকতর মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে গার্হস্থ্য জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পবিত্র শ্রীধাম বৃন্দাবন শহরটি সামগ্রিকভাবে পর্যটন করে, অতি সাধারণ পরিবেশে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতেন। সেখানেই তিনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বরূপ—শ্রীমদ্ভাগবত (ভাগবত পুরাণ)-এর আঠারো হাজার শ্লোকের তাৎপর্য সম্বলিত অনুবাদের বহু

খণ্ড গ্রন্থ রচনার সূচনা করেছিলেন। 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামে গ্রন্থটিও তিনি লেখেন।

ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশনার পরে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবের অভিলাষ পূরণার্থে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় পৌঁছান। পরে শ্রীল প্রভুপাদ ভারতবর্ষের দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসম্ভারের প্রামাণ্য তাৎপর্য সম্বলিত অনুবাদ ও সারমর্ম নিয়ে ষাট খণ্ডেরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

যখন তিনি মালবাহী জাহাজে চেপে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম পৌঁছেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ তখন বাস্তবিকই কপর্দকহীন হয়ে ছিলেন। প্রায় একটি বছর ধরে বিপুল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তবেই তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর তাঁর অপ্রকটিত হওয়ার আগেই, তিনি নিজে এই সংঘের পরিচালনা ও পথপ্রদর্শন করে গেছেন এবং একশটিরও বেশি আশ্রম, স্কুল, মন্দির, সংস্থা এবং কৃষিকেন্দ্র সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা রূপে গড়ে উঠতে দেখে গেছেন।

১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার ওয়েস্ট ভারজিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে 'নব বৃন্দাবন' নামে এক পরীক্ষামূলক বৈদিক সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। দু'হাজার একরেরও বেশি জমিতে ক্রমবিকাশমান এক কৃষিকেন্দ্র রূপে 'নব বৃন্দাবন' প্রকল্পের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে অন্যত্রও এই ধরনের আরও অনেক বৈদিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৭২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাধারার বৈদিক প্রথা প্রবর্তন করে গিয়েছেন। তারপর থেকে, তাঁর তত্ত্বাবধানে, সারা আমেরিকায় এবং পৃথিবীর বাকি সব জায়গায়, ও বৃন্দাবনে বর্তমানে অবস্থিত মূল শিক্ষাকেন্দ্রটি সহ, শিশুদের জন্য বহু স্কুল তাঁর শিষ্যমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভারতেও অনেকগুলি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র সংগঠনের অনুপ্রেরণাও শ্রীল প্রভুপাদই দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থিত কেন্দ্রটি এক সুপরিকল্পিত পারমার্থিক নগরী রূপে গড়ে তোলার জন্য এক মনোনীত স্থান, যেখানে বিপুল উচ্চাভিলাষপূর্ণ এক মহাপ্রকল্প আগামী বহু বছর ধরে রূপায়িত হতে থাকবে। উত্তরপ্রদেশের শ্রীবৃন্দাবনধামে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দির' এবং আন্তর্জাতিক অতিথি-ভবন (১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) আর শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতিমন্দির ও সংরক্ষণ ভবন (মিউজিয়াম)। বোম্বাইতেও ১৯৭৮ সালে স্থাপিত একটি বিশাল মন্দির এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। ভারতীয়

উপমহাদেশে আরও বহু বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও অন্যান্য কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। দিব্য জ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা, গভীরতা এবং সরলতার জন্য বিদ্বৎ-সমাজে এগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত হয়েছে। পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ক্ষেত্রে বৃহত্তম গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

কেবলমাত্র বারো বছরের মধ্যে, এত বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর ছাঁটি মহাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত প্রবচন-ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে চোদ্দবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এই ধরনের দুর্দান্ত কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও, শ্রীল প্রভুপাদ প্রবলভাবে রচনা-কার্য চালিয়ে গিয়েছেন। বৈদিক দর্শন, ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক প্রামাণ্য গ্রন্থাগার স্বরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থাবলী।

পৃথিবীর মানুষ যেদিন বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে পারমার্থিক জীবনে ব্রতী হবে, সেদিন তারা সর্বান্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর চরণারবিন্দে প্রণতি জানাবে। ১৯৭৭ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি অপ্রকট হলেও তাঁর অমৃতময় গ্রন্থাবলীর মধ্যে, ভগবানের বাণীর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন তিনি এবং আমরা জানি, তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য তিনি চিরকাল তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।